যু গান্তর

APR. 05 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ... ৭ ......

ছাত্রলীগের ৫১ নেতাকর্মী গ্রেফতার

যুগান্তর রিপোর্ট

ঢাকায় ছাত্রলীগের জাতীয় সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে যোগ দিতে আসা নেতাকর্মীদের পাইকারি হারে গ্রেফতার

গ্রেফতার : পৃষ্ঠা : ১৯ কলাম : ৪

গ্রেফতার : ছাত্রলীগ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করেছে পুলিশ। এদিকে বিডিআর সদস্যরা বেশ কয়েকটি আবাসিক হোটেলে তল্লাশি চালিয়ে কয়েকজনকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে বুধবার ভোর রাতের দিকে শতাধিক নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে ছাত্রলীগ দাবি করেছে। তবে বিভিন্ন থানায় খবর নিয়ে জানা গেছে, ৫১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গতকাল এদের আদালতে হাজির করা হলে ৩২ জনকে জেলহাজতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ওই রাতে ছাত্রলীগের বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতার বাসায় সাদা পোশাকের পুলিশ হানা দেয়। তবে এদের কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ দাবি করেছেন, পুলিশ পরিকল্পিতভাবেই ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করে দমানোর চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু পুলিশ কর্মকর্তাদের কাছে জানতে চাইলে তারা এ ব্যাপারে মুখ খোলেননি। তবে একজন পুলিশ কর্মকর্তা জানান, শনিবার হরতালে অরাজকতা ঘটাতে পারে এমন সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের গ্রেফতার করা হয়েছে। গতকাল মহানগর পুলিশের জনসংযোগ শাখা থেকে পুলিশের উদ্ধার-গ্রেফতার সংক্রান্ত নানা তথ্য সরবরাহ করা হলেও এ ধরনের কোন তথ্য দেয়া হয়নি। পুলিশ কন্ট্রোল রুমে এ খবর জানতে চাওয়া হলেও কর্মকর্তারা তথ্যটি গোপন রাখেন। ফলে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের ঢালাও গ্রেফতারের বিষয়টি নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। বুধবার গভীর রাত পর্যন্ত মহানগর নাট্যমঞ্চে ছাত্রলীগের জাতীয় সম্মেলন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে অংশ নিতে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে দেড় সহস্রাধিক নেতাকর্মী ঢাকায় আসেন। তারা রাজধানীর বিভিন্ন আবাসিক হোটেল, ছাত্রনেতাদের বাসা, কলেজের হলসহ বিভিন্ন স্থানে ওঠেন। পুলিশ এদের ধরার জন্য পুরনো ঢাকা, গুলিস্তান ও মগবাজারের বেশ কয়েকটি আবাসিক হোটেল ও কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতার বাসায় অভিযান চালায়। ছাত্রনেতাদের বাসায় তাদের কাউকে না পেয়ে রাস্তায় রাস্তায় অভিযানে নামে। থানা পুলিশের সঙ্গে সাদা পোশাকের পুলিশ, পাশাপাশি বিডিআর এই পাইকারি গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেয় বলে ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ জানান। তারা হোটেলে হোটেলে তল্লাশি চালিয়ে কয়েকজনকে গ্রেফতার করে। বিডিআর রাত ৩টায় ফুলবাড়িয়া সোনার বাংলা হোটেলে অভিযান চালায়। তারা কক্ষে কক্ষে প্রবেশ করে হোটেলের বোর্ডারদের জিজ্ঞাসাবাদ করে। সেখান থেকে ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এছাড়া সম্মেলন শেষে ফেরার পথে অনেককে গ্রেফতার করা হয়। ছাত্রলীগ নেতারা জানান, তারা সবাই ঢাকার বাইরে থেকে সম্মেলনে যোগ দিতে ঢাকায় আসেন। তাদের বিরুদ্ধে কোন মামলা বা সুনির্দিষ্ট অভিযোগ না থাকায় ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করা হয়। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, তেজগাঁও থানা পুলিশ ২২ জনকে, ধানমন্ডি থানা এলাকায় ৩ জন, মতিঝিল এলাকায় ১০ জন, রমনা থানায় ১২ জন, সূত্রাপুরে ২ জন ও কোতোয়ালি পুলিশ ২ জন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে। রমনা থানা পুলিশ ছাত্রলীগ ও যুবলীগ ক্যাডার সন্দেহে যাদের গ্রেফতার করেছে তাদের নাম : বাবুল, মিন্টু, আবদুল কাদির, রাসেল, জাকির, জিল্লুর, জহুরুল, শহীদ, জুয়েল, আজিজ, কুদ্দস ও বাবুল মিয়া। এছাড়া ডিবি পুলিশ মধ্যরাতে ছাত্রলীগ নেতা বাহাদুর বেপারীর আইবিএ হলের কক্ষে, অজয় কর খোকনের সেন্ট্রাল রোডের বাসায় এবং ওবায়দুল কাদেরের মগবাজারের [illegible]